৩০ হাজার ৯৬ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট

রাজস্ব আয় ২০,৭৭৬ কোটি টাকা ❑ রাজস্ব ব্যয় ১৫,৯৩৭ কোটি টাকা ❑ উন্নয়ন ব্যয় ১৩,৬০০ কোটি টাকা ❑ রাজস্ব উদ্বৃত্ত ৪,৮৩৯ কোটি টাকা ❑ সামগ্রিক ঘাটতি ৯,৩২০ কোটি টাকা ❑ আরো বাণিজ্য উদারীকরণ ও করভিত্তি প্রসারণ

বিশেষ প্রতিনিধি : ২০ হাজার ৭৭৬ কোটি টাকা রাজস্ব আয় এবং ৩০ হাজার ৯৬ কোটি টাকা রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রস্তাব করে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে আগামী ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করেছেন। এতে ১৫ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা রাজস্ব এবং ১৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা উন্নয়ন ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। রাজস্ব প্রাপ্তি এবং সামগ্রিক ব্যয়ের ঘাটতি ৯ হাজার ৩২০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদান এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদের মাধ্যমে সংস্থান করা হবে।

প্রস্তাবিত বাজেটে বিগত আর দুটি বাজেটের মতোই আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর হার যুক্তিযুক্তকরণ, বৈষম্য কমানো, আমদানি শুল্কের সর্বোচ্চ হার আরো ২.৫০ শতাংশ কমিয়ে আনা, কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যে শুল্ক কমানো এবং দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শাহ এ এম এস কিবরিয়া আগামী বাজেটের রাজস্ব কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, মুক্তবাজার অর্থনীতির মূল নীতি অনুসরণ করে বাণিজ্য উদারীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং একই সঙ্গে দেশীয় শিল্পকে ন্যায্য প্রতিরক্ষণ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। রপ্তানি সম্ভাবনাময় এবং পশ্চাৎ সংযোগ শিল্পকে উৎসাহ প্রদান, জাতীয় অগ্রাধিকার, পরিবেশ সহায়তা ও কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাপূর্ণ খাতকে সহায়তা দেওয়ার বিবেচনা প্রাধান্য পেয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী জানান। এ কারণে কম্পিউটার সফটওয়ার ও ডাটা প্রসেসিং, কৃষি নির্ভর শিল্প, সৌর বিদ্যুৎ, প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত সামগ্রী, চামড়া শিল্প, বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতসমূহে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্ষমতা গ্রহণের দুই বছর পূর্তির প্রাক্কালে এটা ছিল বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের তৃতীয় বাজেট। সরকারি দল, বিরোধী জাতীয় পার্টি ও জামাতে ইসলামীর সংসদ সদস্যদের উপস্থিতিতে গতকাল বিকালে অর্থমন্ত্রী দীর্ঘ প্রায় তিন ঘন্টায় তাঁর লিখিত দুই পর্বের মোট ৬৩ পৃষ্ঠার বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন। প্রধান বিরোধী দল বিএনপির সদস্যরা গতকাল সংসদে যোগ দেননি। দলটি অবশ্য জানায়নি কেন গতকাল তারা উপস্থিত ছিলেন না। বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া একাধিকবার বলেছিলেন যে, তারা বাজেট অধিবেশনে অংশ নেবেন।

গতকাল বিকাল সোয়া ৩টায় অধিবেশন বসে। প্রায় একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থমন্ত্রীসহ অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করলে সরকারি দলের সদস্যরা টেবিল চাপড়ে তাদের স্বাগত জানান। পাজামা-পাঞ্জাবি এবং মুজিব কোট পরিহিত শাহ এ এম এস কিবরিয়ার হাতে ছিল একটি ব্রিফকেস। রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ৬ তলায় তার কাঁচঘেরা গ্যালারিতে বসে বাজেট বক্তৃতা শোনেন। অন্যদিকে বিশিষ্ট দর্শকদের গ্যালারিতে বিদেশী কূটনীতিকবৃন্দ, সচিবগণ, নৌবাহিনী প্রধান, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াতের পর অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতা শুরু করেন। বাজেট বক্তৃতা বেতার ও টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। দুই পর্বের বক্তৃতার মাঝে আসরের নামাজের বিরতি ছিল। মাগরিবের নামাজের

এস কিবরিয়া বলেন, আয়কর খাতে ব্যক্তি করদাতার কর হার পুনর্বিন্যাস, আয়স্তর পুনর্নির্ধারণ ও পুঁজিবাজারকে সহায়তা প্রদানের প্রস্তাবের ফলে ৪০ কোটি টাকা রাজস্ব হ্রাস পাবে। তবে কর ভিত্তি সম্প্রসারণের ফলে ২৩৫ কোটি টাকা আয় বাড়বে। আমদানি শুল্ক খাতে সামগ্রিক কর হ্রাসের কারণে ১৭৫ কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি হলেও শুল্ক হার বৃদ্ধির কারণে আয় বাড়বে ৭৫ কোটি টাকা। মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, অব্যাহতি প্রত্যাহার ও পদ্ধতিগত সংস্কারের ফলে ৪০ কোটি টাকা অতিরিক্ত পাওয়া যাবে। সম্পূরক শুল্ক যৌক্তিকীকরণের ফলে আয় বাড়বে ২১৫ কোটি টাকা। এসব প্রস্তাবে নিট রাজস্ব বাড়বে ৩৫০ কোটি টাকা। শুল্ক ও করের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত সরলীকরণ এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণের ফলে রাজস্ব বাড়বে আরো ৩৮৫ কোটি টাকা। বাকি ৮৬৫ কোটি টাকা পাওয়া যাবে স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধির কারণে।

রাজস্ব আয় : ২০ হাজার ৭৭৬ কোটি রাজস্ব প্রাপ্তির বৃহদাংশই আসবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ থেকে। এখানকার ১৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকার মধ্যে ২ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা আসবে আয়কর থেকে। সংশোধিত বাজেটের তুলনায় এ আয় ৩৭০ কোটি টাকা বেশি ধরা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর খাত থেকে পাওয়া যাবে ৫ হাজার ৫০ কোটি, আমদানি শুল্ক থেকে ৫ হাজার ক্রোটি, সম্পূরক শুল্ক থেকে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত উৎসে কর আয় হবে ৯১৭ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটের তুলনায় এ পরিমাণ ১৬ কোটি টাকা বেশি। কর ব্যতীত অন্যান্য উৎসে পাওয়া যাবে আরো ৪ হাজার ১৫৯ কোটি টাকা। এতে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ ও মুনাফা বাবদ ৯৮৯ কোটি, তার ও টেলিফোন বোর্ড থেকে ৯০৫ কোটি, সুদ বাবদ ৫৮৫ কোটি, প্রশাসনিক ফি বাবদ ৮৭৩ কোটি টাকা রয়েছে।

রাজস্ব ব্যয় : সাধারণ জন প্রশাসনে রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৬৩ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা খাতে ২ হাজার ৮৩৪ কোটি, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা খাতে ১ হাজার ৩০৯ কোটি টাকা, শিক্ষাখাতে ২ হাজার ৯৪২ কোটি টাকা, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন খাতে ৬০৯ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য খাতে ৮৪৪ কোটি, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে ৬০৮ কোটি, গৃহায়ন ও সামাজিক সেবা খাতে ৫২০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

রাজস্ব ব্যয়ের প্রায় ৩১ শতাংশ অর্থাৎ ৪ হাজার ৮৬৫ কোটি টাকা সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীদের বেতন-ভাতায় যাবে। ভর্তুকি ও চলতি স্থানান্তরে ব্যয় হবে ৪ হাজার ২০৯ কোটি টাকা, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উৎসের সুদ ও আসল পরিশোধে ব্যয় হবে ২ হাজার ৫৬৪ কোটি টাকা, পণ্য ও সেবা খাতে ব্যয় হবে ২ হাজার ৭৬ কোটি টাকা। মূলধন ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ হাজার ১৭৯ কোটি টাকা। আর থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ হাজার ৪১৮ কোটি টাকা।

উন্নয়ন ব্যয় : উন্নয়ন খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগে। এখানে বরাদ্দ ২ হাজার ২৫ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১ হাজার ৯৮২ কোটি টাকা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষাসহ গোটা শিক্ষা কার্যক্রমে উন্নয়ন বরাদ্দ রয়েছে ১ হাজার ৬৫৫ কোটি টাকার। সড়ক ও রেলপথ বিভাগ বরাদ্দ পেয়েছে ১ হাজার ৬৪৩ কোটি টাকার। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৩০৯ কোটি টাকা। এর বাইরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ৯০১ কোটি টাকা, কৃষি মন্ত্রণালয়ে ৪৭৭ কোটি টাকা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে ৮৪৫ কোটি টাকা, যমুনা সেতু বিভাগে ৪৬৫ কোটি টাকা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে ৩৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।